ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

ভূমিকাঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (Health Engineering Department) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন নিজস্ব প্রকৌশল সংস্থা। ২০১০ সালে সাবেক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (সিএমএমইউ) কে Attached Department হিসেবে Health Engineering Department (HED) এ উন্নীতকরণ করা হয়। বর্তমানে এইচইডি'র অনুমোদিত জনবল ৪৯১ জন। এইচইডি'র প্রধান কার্যালয় ঢাকাতে অবস্থিত। এছাড়া ০৪টি সার্কেল অফিস, ১৬টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৫০টি সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে এইচইডি'র কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মূলত গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণসহ বিদ্যমান অবকাঠামোর মানসম্মত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এর দায়িত্ব এইচইডি'র উপর ন্যস্ত রয়েছে। এইচইডি স্বল্প সংখ্যক জনবল দ্বারা সে দায়িত্ব পালনে সদা সচেষ্ট রয়েছে।

কর্মপরিধিঃ

ওয়ার্ড পর্যায় থেকে জেলা পর্যায়ে ১০০ শয্যা পর্যন্ত সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো/স্থাপনা সমূহের নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর উপর ন্যস্ত করা আছে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে জেলা হাসপাতাল, জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ ও মেরামত সংস্কার কাজও এইচইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়।

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল এবং বিভাগ ভিত্তিক কর্মবন্টনঃ

ক. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত জনবল ৪৯১ জন। নিম্নে জনবল সংক্রান্ত তথ্যাবলী দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	কার্যালয়ের নাম	অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা
০১।	প্রধান কার্যালয়	৭৫
০২।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয় (৪টি)	৩১
০৩।	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় (১৬ টি)	১৬৮
০৪।	সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয় (৫০টি)	২১৭
	মোটঃ	৪৯১

খ. বিভাগ ভিত্তিক কর্মবন্টনঃ

এইচইডি'র কর্মপরিধি অনুযায়ী ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ, উপজেলা পর্যায়ে নতুন ৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ, বিদ্যমান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ, নতুন ২০ শয্যা ও ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ, উপজেলা ষ্টোর নির্মাণ, জেলা

পর্যায়ে জেলা সদর হাসপাতালের উন্নীতকরণ কাজ, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC), পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (FWVTI), আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) নির্মাণ, নার্সিং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, নার্সিং কলেজ, ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (IHT) নির্মাণ সহ মন্ত্রণালয় নির্দেশিত অন্যান্য কাজ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর উপর ন্যস্ত রয়েছে।

২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়ঃ

(ক) উন্নয়ন বাজেটঃ

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান			ব্যয়িত টাকার পরিমান		
	জিওবি	আরপিএ	মোট	জিওবি	আরপিএ	মোট
২০১০-২০১১	১৫,০১৮.০০	৭,০০০.০০	২২,০১৮.০০	১৪,৭৫২.৮১	৬,৯৯৪.৪৮	২১,৭৪৭.২৯
২০১১-২০১২	৬,৬৪০.০০	২,১০০.০০	৮,৭৪০.০০	৬,৫৫১.৫৯	২,০৯৫.২৪	৮,৬৪৬.৮৩

(খ) অনুন্নয়ন বাজেটঃ

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান	ব্যয়িত টাকার পরিমান
২০১০-২০১১	১৫,০০০.০০	১৩,৩৬৫.০০
২০১১-২০১২	১২,৪৬৮.০০	১০,৯৮৫.৫৩

বিভাগ ভিত্তিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদনঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক কর্ম সম্পাদন/বাস্তবায়িত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

(ক) কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত ও সংস্কার কাজঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৮-২০০১ সময়কালে নির্মিত ১০৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক দীর্ঘকাল যাবত পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকায় পুনরায় চালুকরনের জন্য ক্লিনিকগুলির মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ইতোমধ্যে ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে জিওবি রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ১০৫৯৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১২৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত ও সংস্কার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(খ) নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজঃ

Revitalization of Community Health Care Initiatives in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৮৭৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ১০০টি, ২০১০-১১ অর্থ বছরে ১২০৫টি এবং চলতি ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে আরও ৩০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে যার মধ্যে ১২১৭টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে অবশিষ্টগুলোর গড় অগ্রগতি ৮৭%। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে আরও ৩৫৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

(গ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজঃ

সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (HFWC) স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ৩৮৬৮টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। চলমান HPNSDP কর্মসূচির আওতায় (২০১১-২০১৬) অবশিষ্ট ২০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) নির্মাণ করা হবে যার মধ্যে চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১৭টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

ঘ) উপজেলা হাসপাতাল ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণঃ

গ্রামীণ জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সারাদেশে ৪২১টি উপজেলায় ৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পর্যায়ক্রমে নির্মাণ করা হয়। কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষাপটে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহের সম্প্রসারণ এবং মান উন্নীতকরণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সে প্রেক্ষিতে বর্তমানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ করা হচ্ছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স উন্নীতকরণ কার্যক্রমের আওতায় ১৯টি নতুন শয্যা, OT, আউটডোর, র‍্যাম্প ইত্যাদিসহ ওপিডি ভবন, ডক্টরস্ ডরমিটরি, নার্সেস ডরমিটরি এবং ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। HNPSP কর্মসূচির আওতায় ৩০১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ হাতে নেয়া হয় যার মধ্যে ২৭০টির নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে, অবশিষ্ট ৩১টির উন্নীতকরণ কাজ চলছে যার গড় অগ্রগতি ৭২%। চলমান HPNSDP কর্মসূচির আওতায় (২০১১-২০১৬) আরও ১০৯ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। চলতি অর্থ বছরে এ পর্যন্ত ২২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ বাস্তবায়নের দরপত্র গ্রহণ করা হয় যার মধ্যে ৫টির NOA দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ১৭টির দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(ঙ) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজঃ

নবসৃষ্ট উপজেলায় জনসাধারনের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে। HNPSP কর্মসূচির আওতায় হাতে নেওয়া ১৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ০৯টি ৩১ শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে এবং ৪টির নির্মাণ কাজ চলছে। চলমান HPNSDP কর্মসূচির আওতায় (২০১১-২০১৬) আরও ১২টি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে।

(চ) জেলা সদর হাসপাতাল ৫০/১০০ শয্যা থেকে ১০০/২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলা সদর হাসপাতাল সমূহকে পর্যায়ক্রমে মান উন্নয়ন করা হচ্ছে। শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন অপারেশন থিয়েটার (OT) নির্মাণ, মা ও শিশু বান্ধবকরণ, নতুন টয়লেট, বাথরুম, র‍্যাম্প নির্মাণসহ ডাক্তার ও নার্সদের আবাসন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। HNPSP কর্মসূচির আওতায় হাতে নেওয়া ১০টি হাসপাতালের মধ্যে ৬টি হাসপাতাল ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪টি হাসপাতালের উন্নীতকরণ কাজ চলমান রয়েছে। চলমান HPNSDP কর্মসূচির আওতায় (২০১১-২০১৬) মানিকগঞ্জ জেলা হাসপাতাল ও টংগী হাসপাতাল ৫০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ করা হবে। এছাড়া মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর ও কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতাল ১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হবে।

(ছ) নার্সিং কলেজ ও ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট নির্মাণঃ

নার্সিং হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবার মেরুদন্ড। মান সম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য নার্সিং সেবা অপরিহার্য। দেশে বিদেশে দক্ষ নার্সের চাহিদা বিবেচনা করে সরকার দক্ষ নার্স তৈরির জন্য নতুন নতুন নার্সেস ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এবং নার্সিং কলেজ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। এইচইডি কর্তৃক ইতোমধ্যে ২টি নার্সিং কলেজ নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। চলমান HPNSDP কর্মসূচির আওতায় (২০১১-২০১৬) আরও ৭টি নার্সিং কলেজ নির্মাণ করা হবে। এছাড়া বিদ্যমান ৬টি নার্সিং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে রূপান্তর করা হবে।

(জ) ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচইটি) নির্মাণঃ

ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (IHT) প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্যসেবা সহকারী, ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান ইত্যাদি জনবল প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ইতোমধ্যে HNPSP কর্মসূচির আওতায় হাতে নেওয়া ৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ৪টি IHT নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া চলমান HPNSDP কর্মসূচির আওতায় (২০১১-২০১৬) আরও ১১টি IHT নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

(ঝ) ২০ শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল নির্মাণঃ

উপজেলা সদর থেকে দূরে অবস্থিত জনসাধারনের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এবং যে সকল উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স উপজেলা সদর থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত সে সকল স্থানের জনগণের স্বাস্থ্যসেবার কথা বিবেচনা করে ২০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে। HNPSP কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ১৫টি নতুন হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে। ৭টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

(ঞ) উপজেলা ষ্টোর নির্মাণঃ

পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী এবং ঔষধপত্র সংরক্ষণ এবং দূরবর্তী স্থানে সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা ষ্টোর নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোপূর্বে ১৯৯৮-২০০১ সময়কালে ২১০টি উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা ষ্টোর নির্মাণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে আরও ৭৮টি উপজেলা ষ্টোর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

(ট) ইপিআই জেলা ষ্টোর নির্মাণঃ

ইপিআই সামগ্রী এবং ঔষধপত্র সংরক্ষণ এবং দূরবর্তী স্থানে সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য জেলা ষ্টোর নির্মাণ করা হচ্ছে। ১০০টি জেলা ষ্টোর নির্মাণ করা হবে। চলতি অর্থ বছরে গেভী-এইচএস অর্থায়নে ৯টি জেলা ষ্টোর নির্মাণ কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

(ঠ) স্বাস্থ্য ভবন নির্মাণঃ

ঢাকার মহাখালীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে। ৩টি বেজমেন্টসহ ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণের জন্য ৩,৩৯২.১১ লক্ষ টাকা চুক্তি করা হয়েছে। বর্তমানে নির্মাণ কাজটি চলমান রয়েছে।

(ড) ডিপিপিভূক্ত কাজঃ

উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা (ডিপিপি) এর আওতায় (১) গোপালগঞ্জ জেলায় ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন কাজ (২) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। ইতোমধ্যে ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে এবং জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। বর্ণিত প্রকল্প ২টির পূর্ত কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রাক্কলিত মূল্য নিম্নরূপঃ

(১)	গোপালগঞ্জ শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	:	৩৩,৯০৪.৮৯ লক্ষ টাকা।
(২)	সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	:	১৯,৭২৩.৩২ লক্ষ টাকা।
	মোট	:	৫৩,৬২৮.৮১ লক্ষ টাকা।

(ঢ) ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী (ডিটিএল) এবং ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী (এনসিএল) এর নবরূপায়ন কাজঃ

ঢাকার মহাখালীস্থ আইপিএইচ কমপ্লেক্সে ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী (ডিটিএল) এবং ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী (এনসিএল) এর নবরূপায়ন কাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক।

এইচইডি কর্তৃক সম্পাদিত কাজের তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	কাজের নাম	হাতে নেয়া মোট কাজের সংখ্যা	সমাপ্ত কাজের সংখ্যা	চলমান কাজের সংখ্যা	মন্তব্য
০১	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ	৩০১	২৭০	৩১	
০২	৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ	১৩	৯	৪	
০৩	২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ কাজ	২২	১৫	৭	
০৪	জেলা হাসপাতালকে ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ	১০	৬	৪	
০৫	নার্সিং কলেজ নির্মাণ কাজ	৩	২	১	
০৬	উপজেলা ষ্টোর নির্মাণ কাজ	৭৮	৭৮	-	
০৭	মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রকে ১০ শয্যা হতে ২০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ	৬০	৬০	-	
০৮	১০০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ কাজ	২	২	-	
০৯	মিরপুরস্থ হোমিওপ্যাথিক এবং আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল উন্নীতকরণ কাজ	১	১	-	
১০	মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলকে মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে রূপান্তরকরন কাজ	৪	৪	-	
১১	সিলেট জেলায় ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট নির্মাণ কাজ	১	১	-	
১২	ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি নির্মাণ কাজ	৫	৪	১	
১৩	সিলেটে সরকারি তিব্বিয়া কলেজ নির্মাণ কাজ	১	১	-	
১৪	মানিকগঞ্জ জেলায় নার্সিং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট নির্মাণ কাজ	১	১	-	
১৫	ঢাকার মহাখালিস্থ বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জনস্ ভবনের অধিকতর উন্নীতকরণ কাজ (১ম পর্ব)	১	১	-	
১৬	দিনাজপুর জেলার সদরে অরবিন্দু শিশু হাসপাতাল নির্মাণ কাজ	১	১	-	
১৭	ঢাকাস্থ মহাখালীতে ২০ তলা স্বাস্থ্য ভবন নির্মাণ কাজ	১	-	১	
১৮	ঢাকাস্থ মহাখালী নিপসম ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারন (৪র্থ তলা পর্যন্ত) কাজ	১	১	-	
১৯	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং আরডি উন্নীতকরণ	৬৪৪	৫৯৫	৪২	৭টি কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে স্থগিত করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

(ক) অপারেশনাল প্ল্যানভুক্ত কাজঃ

Health, Population & Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP) এর আওতায় (২০১১-২০১৬) দেশব্যাপী বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণ ও সংস্কার কাজের জন্য ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ৪,৮১,৫২৫.০০ লক্ষ টাকার উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্যের (পিএ ফান্ড) আওতায় প্রথম ১৮ মাসের পরিকল্পায় ৳.১,০৪,৭৮৫.০০ লক্ষ টাকার কাজ অন্তর্ভুক্ত।

গৃহীত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প সমূহঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	Carried over কাজ	নতুন কাজ	মোট
০১	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১-৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ	৫৫	১০৯	১৬৪
০২	জেলা হাসপাতালকে ৫০-১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ (নড়াইল, নেত্রকোণা, গাজীপুর ও রাজবাড়ী)	৪ (৫০-১০০ শয্যা)	-	৪
০৩	আধুনিক সদর হাসপাতাল ১০০-২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ (৫০-২৫০= ৪টি এবং ১০০-২৫০= ২টি)	-	৬	৬
০৪	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ	৬৯	২০০	২৬৯
০৫	নার্সিং ইন্সটিটিউট নির্মাণ কাজ	১	-	১
০৬	নার্সিং ইন্সটিটিউটকে নার্সিং কলেজে রূপান্তরকরণ কাজ	-	৬	৬
০৭	৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ	৪	-	৪
০৮	নতুন ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ	৮	-	৮
০৯	১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা হাসপাতাল	-	৪৮	৪৮
১০	১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ	-	১৪	১৪
১১	ঢাকা মহাখালীতে স্বাস্থ্য ভবন নির্মাণ কাজ	১	-	১
১২	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) ভবন নির্মাণ কাজ	-	১	১
১৩	বিভাগীয় ও জেলা পরিবার পরিকল্পনা ভবন নির্মাণ কাজ	-	৬১	৬১
১৪	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা ষ্টোর নির্মাণ কাজ	১৫	-	১৫
১৫	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র উন্নীতকরণ কাজ	-	৮০০	৮০০
১৬	এফডব্লিউভিটিআই নির্মাণ কাজ	১	৮	৯
১৭	আরটিসি নির্মাণ কাজ	১	-	১
১৮	মেডিকেল এ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট নির্মাণ কাজ	-	৫	৫
১৯	নার্সিং ও মিডওয়াইফারী ভবন নির্মাণ	-	১	১
২০	সেন্ট্রাল ইপিআই ভ্যাকসিন ওয়্যারহাউজ নির্মাণ	-	১	১

খ) কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজঃ

সারাদেশে ১৩৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ ও ফাংশনাল করার লক্ষ্যে আগামী অর্থ বছরে পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ হতে নেয়া হবে।

(গ) পার্টনারস ইন পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (পিপিডি) সেক্রেটারিয়েট ভবন নির্মাণঃ

ঢাকার শের-ই-বাংলা নগরে আন্তর্জাতিক সংস্থা পার্টনারস ইন পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (পিপিডি) এর সেক্রেটারিয়েট ভবন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

(ঘ) অনুন্নয়ন বাজেটভুক্ত কাজঃ

বরাবরের ন্যায় আগামী অর্থ বছরেও রাজস্ব (অনুন্নয়ন) বাজেটের আওতায় বিদ্যমান স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা স্থাপনার দৈনন্দিন, রুটিন ও পিরিওডিক্যাল মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন করা হবে, যার প্রাক্কলিত মূল্য হবে প্রায় ৳ ১৫০০০.০০ লক্ষ টাকা।

উপসংহারঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্বল্প সংখ্যক জনবলের মাধ্যমে নিরলস পরিশ্রম করে দেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামোর নির্মাণ, উন্নীতকরণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। দেশের আপামর জনসাধারনের স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধির সাথে সাথে এইচইডি'র কর্মপরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইচইডি'র কার্যক্ষমতা, গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবিলম্বে এইচইডি'র সম্প্রসারণ করে জনবল বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের আপামর জনসাধারনের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।